গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কর্মসংস্থান শাখা
www.mole.gov.bd

বিষয়: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী ।

সভাপতি	: জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
তারিখ	: ১২ জানুয়ারি ২০২১
সময়	: বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিত সদস্য	: পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি এসডিজি বাস্তবায়ন সরকারের একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে সভার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকলকে এসডিজি বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করেন এবং আলোচনা শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন-কে অনুরোধ জানান।

০২। এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভার পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আওতায় ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি টার্গেট এবং ২৩১টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। তিনি জানান, ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৮নং অভীষ্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্য থেকে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এ ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের ৫ জন কর্মকর্তাকে ৫টি ইন্ডিকেটরের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

০৩। ইন্ডিকেটর ৮.৫.১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপসচিব, বেগম শাহানা জামান বলেন, বিভিন্ন সেক্টরে নারী-পুরুষ সমান হারে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি সেক্টরে এটি বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে ইট ভাটা সেক্টরে নারী-পুরুষের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের অসমতা রয়েছে । তাছাড়া ঘন্টা হিসেবে ইনকাম বৃদ্ধির করাটাই এই ইন্ডিকেটরের মূখ্য বিষয়। ইন্ডিকেটর ৮.৫.২-এর বিষয়ে তিনি জানান, পেশা, বয়স ও প্রতিবন্ধী

ব্যক্তিভেদে বেকারত্বের হার হ্রাস করার জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বেকারত্বের হার হ্রাস করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এর প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সচিব (শ্রম) ড. মোঃ রেজাউল হক বলেন, প্রতিবন্ধীদের কাজের ধরণ, প্রকৃতি ও কর্মরতদের সংখ্যা যাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে উক্ত ইন্ডিকেটর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

০৪। ইন্ডিকেটর ৮.৭.১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপসচিব (রপ্তানিমূখী শিল্প) বেগম মাহবুবা বিলকিস বলেন, ইতোমধ্যে ৬টি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষনা করা হয়েছে। তাছাড়া ৮টি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন মুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের পূর্বেই সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করা হবে। ইন্ডিকেটর ৮.৮.১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপসচিব (সমন্বয়) জনাব মোহাম্মদ আহম্মেদ আলী বলেন, লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থা ভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্নক এবং মারাত্নক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার হ্রাস করার জন্য ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। তাছাড়া প্রতিনিয়ন উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং সেফইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (শ্রম) ড. মোঃ রেজাউল হক বলেন, মালিক ও শ্রমিকদের নিয়ে অনুপ্রেরণামূলক সভা করতে হবে, প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

০৫। ইন্ডিকেটর ৮.৮.২-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিনিয়র সহকারী সচিব (আই,ও-১) বেগম সুহানা ইসলাম বলেন, আই,এল,ও কনভেনশন ১৯৮৭ এবং ১৯৯৮-এর সাথে ইন্ডিকেটর ৮.৮.২ সম্পর্কিত। আই,এল,ও-এর ৬টি বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এ ইন্ডিকেটরটি মূল্যায়ন করতে হবে। আই,এল,ও কর্তৃক এ বিষয়ে ১০২ টি ইন্ডিকেটর নির্ধারন করা রয়েছে এবং এর মধ্যে মূল্যায়ন মানদন্ড নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দুইভাবে মূল্যায়ন করা হবে প্রথমত অভ্যন্তরীন গ্রুপের মাধ্যমে পরবর্তীতে আই,এল,ও হতে পুন:পরীক্ষা করা হয়। যুগ্মসচিব (আই,ও) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর বলেন, ইন্ডিকেটর ৮.৮.২-এর এ্যাকশনগুলো নির্ধারণ করা নেই। এ বিষয়ে স্পষ্টকরণ প্রয়োজন হবে।

০৬। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন বলেন, ইন্ডিকেটর ৮.৬.১-এর লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং কো-লীড হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইন্ডিকেটর ৮.৬.১ বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং কো-লীড হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ তদারকি করার জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-১) জনাব মোঃ আব্দুল কাদেরকে দায়িত্ব পালনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ইন্ডিকেটরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উপসচিব (কর্মসংস্থান) সভাকে অবহিত করেন, এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা প্রদানকারী হিসেবে মন্ত্রণালয়ের ২টি ইন্ডিকেটর (৮.৮.২ ও ৮.বি.১) এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মন্ত্রণালয়ের ২টি ইন্ডিকেটর

(৩.৯.১ ও ৮.৮.১)-এর ডাটা প্রদানের বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিকেটর ৩.৯.১-এর জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রতিনিয়ত কারখানা পরিদর্শন করে ময়লা, কালো ধূয়া ও পরিবেশ দূষণ বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু মৃত্যু হার নির্ধারণ করা এ দপ্তরের পক্ষে সম্ভব নয়। মারা যাওয়ার হার নির্ধারণ করার বিষয়টি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পর্যবেক্ষণ করে। ইন্ডিকেটর ৮.৮.১-এর আহত হবার ঘটনার হার হ্রাস করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রতিনিয়ত কারখানা পরিদর্শন করা হচ্ছে।

০৭। ইন্ডিকেটর ৮.৮.২-তে শ্রম অধিকারের জন্য আইএলও গাইডলাইন এবং জাতীয় আইন কতটুকু বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (আই,ও) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর বলেন, ইন্ডিকেটর ৮.৮.২ এর সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট। শ্রম অধিদপ্তরের সাথে ডাটার সংশ্লিষ্টতা বেশি থাকায় শ্রম অধিদপ্তর ডাটা সরবরাহ করতে পারে মর্মে তিনি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। তাছাড়া ইন্ডিকেটর ৮.বি.১-এ যুব কর্মসংস্থানের জন্য একটি স্বতন্ত্র কৌশল অথবা জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশল প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশলপত্র'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। 'জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশলপত্র' চূড়ান্ত করে এ ইন্ডিকেটর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

০৮। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে রিপোর্ট রিটার্ণ এবং তথ্য উপাত্তসমূহ যথাসময়ে প্রেরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-এর ওয়েবসাইটের এসডিজি কর্ণারে এসডিজি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সঠিকভাবে আপলোড করায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, ফেব্রুয়ারি মাসে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক এবং এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা প্রদানের বিষয়ে ২টি ভিন্ন ভিন্ন কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব
১.	ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটর যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, কর্মসংস্থান শাখা; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.	এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং এসডিজি'র মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়ের উপস্থিতিতে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি কর্মশালা ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসংস্থান শাখা, এতদ্‌বিষয়ে গঠিতব্য কমিটি; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৩.	এসডিজি বাস্তবায়ন এবং এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা প্রদান বিষয়ক দিনব্যাপি একটি কর্মশালা ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসংস্থান শাখা, এতদ্‌বিষয়ে গঠিতব্য কমিটি; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪.	৮.৬.১ বাস্তবায়নে কো-লীড হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ তদারকি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করার জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-১) জনাব মোঃ আব্দুল কাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-১)

০৯। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১১/০১/২০২২

(কে, এম, আব্দুস সালাম)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়